অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্যালারি থেকে ভারতে তৈরি তিনটি পুরাকীর্তির প্রত্যাবর্তন

ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ, যা গত কয়েক বছর ধরে অবৈধভাবে বিদেশে রফতানি করা হয়েছিল, সেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়া-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। এই ধরণের শিল্প বস্তু, যা ওই সকল দেশ থেকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, যখন এ বিষয়টি ভারত সরকারের নজরে আসে। যাই হোক, এই ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াটি অতি সম্প্রতি গতি লাভ করে মহামান্য প্রধানমন্ত্রী এবং সংস্কৃতি মন্ত্রীর উদ্যোগে।

অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় আস্ট্রেলিয়া জাতীয় গ্যালারি (এনজিএ), যেখানে বর্তমানে ভারতে তৈরি অবৈধভাবে রফতানি করা বেশ কিছু পুরাকীর্তি রয়েছে, যেগুলি ভারতে ফেরানোর ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে। সেই অনুসারে, ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া) থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি দল এনজিএ সফর করেছিলেন ১২-১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, বস্তুগুলি পরীক্ষা করার জন্য। দলটি পরীক্ষা করে দুটি সামগ্রিকে যথাক্রমে— তামিলনাড়ু থেকে প্রত্যাগিড়ার পাথরের মূর্তি এবং অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ধ্যানরত বুদ্ধের মার্বেল মূর্তি। এছাড়াও মথুরা অঞ্চলের বুদ্ধের পাথরের মূর্তি, যা পরীক্ষা করেন ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ-এর প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি দল, ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে, যা প্রমাণিত হয়েছে সঠিক বলে।

এই বস্তু-সামগ্রিগুলি ফেরানোর প্রক্রিয়াটি নিয়ে ক্যানবেরার ভারতীয় হাই কমিশনের সঙ্গে আলোচনা চলছিল। পরবর্তী সময়ে, এই তিনটি সামগ্রি ভারতীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে হস্তান্তরিত করে এনজিএ, একটি রিশেপসন অনুষ্ঠানে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬, এনজিএ, ক্যানবেরাতে। এই সামগ্রিগুলি অবশেষে ভারতে পৌছয় ৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ এবং বর্তমানে সেগুলি নয়াদিল্লির পুরানা কিলায় কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব সংগ্রহে রাখা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নয়াদিল্লিতে জাতীয় যাদুঘরে এই তিনটি সামগ্রিকে রাখার বিষয়ে। এই তিন সামগ্রির মধ্যে প্রত্যাগিড়া মূর্তিটি তামিলনাড়ু পুলিশের কাছে ধর্মীয় মূর্তি হিসাবে মামলা রয়েছে এবং এটি সাময়িকভাবে জাতীয় যাদুঘরে প্রদর্শনের পর তাদের হস্তান্তরিত করা হবে।

ভারত সরকার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অবৈধ রফতানির বিষয়টি নজরে রাখছে সর্বদা। সরকার আশাবাদী, এই পদক্ষেপ হারিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক সম্পদ স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

ফেরত আসা তিনটি মূর্তির বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ—

১) বসে থাকা বুদ্ধ মূর্তি, মথুরা অঞ্চলের

এই মূর্তিটি তৈরি হয়েছে লাল বেলে পাথর দিয়ে, সাধারণত মথুরা অঞ্চলের ভাস্কর্য ব্যবহৃত হয়েছে। মূর্তিতে দেখা যাচ্ছে অভয় মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ। আংশিক চক্র, ডান হাতের তালু এবং এছাড়াও ডান কাঁধ ভাঙা ছাড়া ভাস্কর্যটি সম্পূর্ণ। বুদ্ধকে দেখা যাচ্ছে, পদ্মাসনে বসে একাশিকা সংহতিতে উপবিষ্ট। তাঁকে দেখা যাচ্ছে মাথায় উর্ণা, দীর্ঘায়িত কানের লতি, ধ্যান ও চিন্তামগ্ন মুখমন্ডল। প্রথম খ্রিস্টাব্দের শেষপ্রান্তে কুষাণ আমলের প্রথম পর্বের রচনাশেলী সংক্রান্ত মূর্তি।

২) অমরাবতী অঞ্চলের বৌদ্ধদের প্যানেল

এই স্থাপত্য নিদর্শন শোভায়িত একটি স্তূপ (সম্ভবত একটি ড্রাম স্লাব) তৈরি হয়েছে চুনাপাথর দিয়ে এবং যার মাত্রা ৯৬.৫ x ১০৬.৭ x ১২.৭ সেমি। কিছু বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর মূর্তির প্যানেলের রয়েছে, সিংহাসনে করা হচ্ছে পূজার্চনা (সম্ভবত একটি চৈত্য বিকাশ, কিন্তু উপরটা ভেঙে যাওয়ার জন্য রাজাকে দেখাকে যাচ্ছে না), নিচে বুদ্ধের পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। মধ্যের এই মূর্তির দু'পাশে উপাসক দম্পতিকে দেখা যাচ্ছে। উভয় দিকের প্রথম উপস্থাপনা পুরুষ উপাসক, যাঁদের অনুসরণ করছেন নারীরা। সব থেকে ঘটনাবহুল বিষয় হল— তাদের হাতে ফুল-সহ ফুলদানি বা মালা উপহার দিচ্ছেন। এই ভাস্কর্য অন্ধ্রের ভাস্কর্য স্কুলের এক অনবদ্য উদাহরণ এবং প্রায় খ্রিস্ট্রীয় তৃতীয় শতকে এই এলাকায় সাতবাহন শাসনকালে। এটা আবিষ্কৃত হয় ১৯৭০-এ অন্ধ্রপ্রদেশের চাঁনদাভারাম (প্রকাশম জেলায়)-এ একটি বৌদ্ধ স্তূপ খননের সময়।

৩) তামিলনাড়ু থেকে প্রত্যাগিড়া মূর্তি

এই মূর্তিটি মাত্রা ১২৫.১ x ৫৫.৯৯ x ৩০.৫ সেমি ঘনত্ব বিশিষ্ট ধূসর রঙিন গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরি। বাঁ হাতের নিম্নাংশ কাটা ছাড়া মূর্তিটা সম্পূর্ণ। এই দেবতা প্রতিনিধি হলেন এক তান্ত্রিক দেবতার, যিনি ভগবান নরসিংহ-এর মহিলা আকৃতি, এছাড়াও যিনি পরিচিত নরসিংহী নামে। এছাড়াও যাঁকে আহ্বান করা হয় সাধনামালায়। তাঁর মুখমন্ডলে গর্জনের এবং অগ্নিশর্মা সিংহের দৃশ্য এবং যেখানে তাঁর শরীর মহিলার। মাথা থেকে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। এই ভাস্কর্য চোল পরবর্তী শিল্পের এক অসাধারণ উদাহরণ, খ্রিস্ট্রিয় ত্রয়োদশ শতকের। মূর্তিটি চুরি যাওয়ার আগে চেন্নাইয়ের কাছে ভৃদ্ধাচালাম মন্দিরে পূজিত হতো।

নয়াদিল্লি

জানুয়ারি ১৬, ২০১৭